ভোরের কাগজ

তারিখ ... OCT 2005
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৫

দিনাজপুর মেডিকেল কলেজে শিক্ষক সংকট তীব্র, শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

প্রতিষ্ঠার পর থেকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে

দিনাজপুর প্রতিনিধি : তীব্র শিক্ষক সংকটের কারণে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বিশেষ করে ক্লিনিক্যাল ও প্যারাক্লিনিক্যাল বিভাগের পাঠ্যক্রম দারুণভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

জানা গেছে, ১৯৯১ সালে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার পর ৯২ সালে প্রথম ব্যাচ ভর্তি হয়। চলতি বছরে ১৪তম ব্যাচ ভর্তি হয়েছে এবং ৮ম ব্যাচ বর্তমানে ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে বের হওয়ার পথে। প্রাথমিক পর্যায়ে দিনাজপুর সরকারি কলেজের মুসলিম হোস্টেল ভবনে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজের প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। দীর্ঘ ৮ বছর পর শহর থেকে ৩ কি.মি. দূরে শশরা এলাকার আনন্দসাগরে নির্মিত নিজস্ব অবকাঠামোতে পুরো মেডিকেল কলেজটি স্থানান্তর করা হয়। কলেজের শুরু থেকে তীব্র শিক্ষক সংকটের কারণে শিক্ষার্থীদের চরম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। দেশের সর্বউত্তরের দিনাজপুরে আসার ব্যাপারে অধিকাংশ শিক্ষক অনীহা প্রকাশ করে থাকেন। ঢাকা বা দেশের প্রতিষ্ঠিত কলেজ থেকে এবং রমরমা প্রাইভেট প্রাকটিস ছেড়ে কোনো শিক্ষকই দিনাজপুরে আসতে চান না। এছাড়া অনেকে চাকরি রক্ষার জন্য দিনাজপুরে এলেও জয়েন করে দীর্ঘ ছুটি নিয়ে চলে যান। এভাবেই তীব্র শিক্ষক সংকটের শিকার হয়ে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজের একাডেমিক কার্যক্রম আজো হামাগুড়ি দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে।

কলেজের বিভিন্ন বিভাগের অনুমোদিত সর্বমোট ১১৩.. পদের মধ্যে ৭৯ জন কর্মরত আছেন এবং ৪২টি শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে ২২ জন অধ্যাপকের পদের মধ্যে মাত্র ২ জন, ২৬ জন সহযোগী অধ্যাপকের মধ্যে ১৫ জন ২৯ জন সহকারী অধ্যাপকের মধ্যে ৩৭ জন, ২ জন টিউটরের মধ্যে ২ জনই, ৩১ জন প্রভাষকের মধ্যে ২০ জন, ২ জন প্যাথলজিস্টের মধ্যে ২ জনই এবং ১ জন বায়োকেমিস্টের মধ্যে ১ জনই কর্মরত আছেন।

কলেজের ১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রিক্লিনিক্যাল ও প্যারাক্লিনিক্যাল বিভাগ হিসেবে ৫টি বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভাগ ৫টি হচ্ছে এনাটমি, ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, ফার্মাকোলজি এবং মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ। ৫টি বিভাগে ৫ জন অধ্যাপকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে। ৬টি সহযোগী অধ্যাপকের স্থলে ২ জন, সহকারী অধ্যাপকের স্থলে ২ জন এবং ২০ জন প্রভাষকের স্থলে ৩ জন প্রভাষক কর্মরত ছিলেন। গত মে মাসে গুরুত্বপূর্ণ এই ৫টি বিভাগে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে কলেজের সকল শিক্ষার্থী ১২ দিন অবিরাম ধর্মঘট করেন। এতে করে কর্তৃপক্ষ ফিজিওলজি বিভাগে ১ জন, ফার্মাকোলজি বিভাগে ২ জন, কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগে ১ জন করে সহকারী অধ্যাপক নিয়োগ দেন।

এছাড়া সম্প্রতি বিএ এ দিনাজপুর জেলা শাখার নেতৃবৃন্দ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৪ জন কনসালটেন্ট এবং সাবসেন্টারের ২ জন মেডিকেল অফিসারকে প্রেষণে কলেজের শিক্ষক হিসেবে বদলি করান। নাক, কান ও গলা বিভাগে ডা. বুলন্দ আক্তার টগর, অ্যানেসথিসিয়া বিভাগে ডা. কাজী শহিদুল হক, রেডিওলজি বিভাগে ডা. শিবেশ সরকার, গাইনি বিভাগে ডা. জাহানারা বেগম মুন্নী, কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগে ডা. সুধীর কুমার সরকার এবং এনাটমি বিভাগে ডা. কান্তারায় রিমি যোগদান করেছেন। সিভিল সার্জন অফিসের আওতাভুক্ত ৬ জনের মধ্যে ৪ জন সহকারী অধ্যাপকের চলতি দায়িত্বে এবং ২ জন প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন।

অভিযোগে প্রকাশ, জেলা বিএমএর অফিস ভবন সম্প্রসারণের নাম করে উল্লিখিত ৬ জনের কাছ থেকে দেড় থেকে দুলাখ টাকা করে ডোনেশন নেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে সরকার সমর্থিত জেলা ড্যাবের সভাপতি ডা. আ ফ ম মোস্তফা সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে কোনো ধরনের অর্থ নেয়নি। তবে বিএমএ নেতৃবৃন্দ তাদের অফিস ভবন সম্প্রসারণের নাম করে নবনিয়োগকৃত ৬ জনের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করেছে। এ ব্যাপারে বিএমএর জেলা শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাদের পাওয়া যায়নি। জেলা বিএমএর সহসভাপতি ডা. রফিকুল ইসলামের সঙ্গে ডোনেশন গ্রহণের ব্যাপারে কথা বললে তিনি কোনো মন্তব্য করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে কলেজের অধ্যক্ষ ডা. মোঃ সাইফুল বারীকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি নীরবতা পালন করে অবশেষে বলেন, তিনি কিছু জানেন না। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন ডাক্তার বলেন, বিএমএ ভবনের নাম করে নেতৃবৃন্দ যে উৎকোচ গ্রহণ করেছেন তা সংগঠনবিরোধী এবং নৈতিকতা পরিপন্থী।

অধ্যক্ষ ডা. মোঃ সাইফুল বারী শিক্ষক সংকটের তীব্রতার কথা স্বীকার করে বলেন, কর্তৃপক্ষ শিক্ষক সংকট দূর করার ব্যাপারে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, সুষ্ঠু শিক্ষাদান কার্যক্রম বজায় রাখতে এনাটমি বিভাগ, মাইক্রোবায়োলজি, বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগ এবং অনকোলজি বিভাগে বেশ কয়েকজন শিক্ষক নিয়োগ অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। এছাড়া ১ম ও ২য় বর্ষের প্রি-ক্লিনিক্যাল ও প্যারাক্লিনিক্যাল ক্লাসের জন্য উল্লিখিত বিভাগসমূহ শিক্ষক নিয়োগ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।